



কল্যাণের বারিধারা

বই
মূল
অনুবাদ
সম্পাদনা
প্রকাশক

কল্যাণের বারিধারা
শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
আমীমুল ইহসান
মুফতি তারেকুজ্জামান
মুফতি ইউনুস মাহবুব

কল্যাণের বারিধারা

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

কল্যাণের বারিধারা

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

বরিসানি ১৪৪০ হিজরি / ডিসেম্বর ২০১৮ ইসায়ি

প্রাপ্তিস্থান

খিদমাহ শপ.কম

ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ১৫০ টাকা



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

সূচিপত্র

ভূমিকা	১৩
কল্যাণের বারিধারা:	
০১. মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা	১৫
০২. উত্তম আয়োজনে অবদান রাখা	১৬
০৩. নিঃস্বার্থভাবে অপরের উপকার করা	১৬
০৪. স্ত্রীর প্রতি প্রেম-শ্রীতি-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ	১৭
০৫. সন্তানদের উত্তমরূপে প্রতিপালন	১৭
০৬. আল্লাহর পথে আব্বাস	১৮
০৭. আপন কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ	১৮
০৮. কুরআন শেখানো ও কুরআন শিক্ষায় অর্থ ব্যয়	১৯
০৯. আল্লাহর জিকিরে জিহ্বাকে সতেজ রাখা	২০
১০. প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা	২০
১১. প্রতিটি পদক্ষেপে নেক কাজের প্রচেষ্টা	২১
১২. অন্তরে আমলের আগ্রহ	২২
১৩. সাথীদের নিয়ে উত্তম প্রয়াস	২৩
১৪. জান্নাত-জাহান্নামের স্বরণ	২৩
১৫. বন্ধুত্ব স্থাপনে সতর্কতা	২৪
১৬. একজন উত্তম সাথির উদাহরণ	২৫
১৭. সফরে সঙ্গীদের সাহায্য করা	২৫
১৮. নেকের কোনো কাজ হাতছাড়া হলে চিন্তিত হওয়া	২৬
১৯. অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকা	২৬
২০. একগ্রচিন্তে নামাজ পড়া	২৭
২১. দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা	২৭

২২. নেক আমলে অগ্রগামী হবার স্পৃহা	২৮
২৩. নফল রোজা রাখা ও রোজাদারদের ইফতার করানো	২৯
২৪. দুনিয়ার মায়াজাল থেকে বেঁচে থাকতে চিন্তিত থাকা	২৯
২৫. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ	৩০
২৬. সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন	৩১
২৭. উপকারী বই-পুস্তক বিতরণ	৩২
২৮. নিজের পেশাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ	৩২
২৯. কথাবার্তায় সতর্কতা	৩৩
৩০. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া	৩৪
৩১. ইখলাসের সাথে আমল করা	৩৪
৩২. ধীরে ওপর অটল থাকার প্রার্থনা	৩৬
৩৩. কিয়ামত দিবসের অবস্থার ব্যাপারে ভয়	৩৬
৩৪. ইলম অন্বেষণ	৩৮
৩৫. ইমান ভঙ্গের কারণসমূহ জেনে তা থেকে সতর্ক থাকা	৩৮
৩৬. দুনিয়ার মালামাল অর্জনে সতর্কতা অবলম্বন	৩৯
৩৭. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা	৩৯
৩৮. কল্যাণের চাবি হবার চেষ্টা করা	৩৯
৩৯. অসুস্থদের সেবা করা	৪০
৪০. পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা	৪১
৪১. দশটি গুণ	৪২
৪২. সকাল-সন্ধ্যার একমাত্র চিন্তা	৪২
৪৩. ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করা	৪৩
৪৪. আজান শুনতেই মসজিদে গমন করা	৪৪
৪৫. সালামের প্রসার করা	৪৪
৪৬. যুবক-যুবতিদের বিয়ের ব্যবস্থা করা	৪৫
৪৭. দাওয়াহর কাজে অর্থ ব্যয় করা	৪৬
৪৮. মুসলিম ভাইদের সম্মানের হিফাজত ও	

তাদের জন্য দুআ করা	৪৬
৪৯. সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা	৪৭
৫০. আল্লাহর নিয়ামতরাজির প্রশংসা করা	৪৭
৫১. ধৈর্য ও সহনশীলতা	৪৮
৫২. চাশতের নামাজ পড়া	৪৮
৫৩. বাজারে প্রবেশ করে দুআ পড়া	৪৯
৫৪. কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থানের আমল	৫০
৫৫. অপরের জন্য বোঝা না হওয়া	৫১
৫৬. কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন	৫১
৫৭. আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করা	৫২
৫৮. উচ্চ মনোবলের অধিকারী হওয়া	৫৩
৫৯. পুনরুত্থান দিবসের ভয়	৫৩
৬০. শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৫৩
৬১. নিজের বর্তমান ও শেষ পরিণতি নিয়ে চিন্তা করা	৫৪
৬২. মিসওয়াক করা ও এর প্রতি অপরকে উৎসাহপ্রদান	৫৪
৬৩. যুবকদের আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	৫৫
৬৪. সম্পর্ক রক্ষা করা	৫৫
৬৫. অপরের প্রতি দয়া করা	৫৬
৬৬. মানুষের উপকার করে পরকালের পুঁজি সংগ্রহ	৫৭
৬৭. প্রতিটি স্থানেই কল্যাণের নিদর্শন রাখা	৫৭
৬৮. অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়া	৫৮
৬৯. মিডিয়াতে ইসলামের পক্ষে কাজ করা	৫৮
৭০. নসিহত করা	৫৮
৭১. সুন্নাহের প্রচার-প্রসার করা	৬০
৭২. নশ্রভাবে চলাফেরা করা	৬০

৭৩. মানুষের সমস্যা নিরসনে অবদান রাখা	৬১
৭৪. বাড়িতে ছোটদের কুরআন শেখানো	৬১
৭৫. প্রতিদিন আল্লাহর নিকট তাওবা করা	৬২
৭৬. কারও প্রশংসা শুনে অতিশয় পুলকিত না হওয়া	৬৩
৭৭. নেকির কাজে দ্রুত সাড়া প্রদান	৬৩
৭৮. গিবত-পরনিন্দা প্রতিরোধ করা	৬৪
৭৯. উম্মাহর কল্যাণে উত্তম অভিমত প্রদান	৬৪
৮০. নিজের ওপরও কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করা	৬৫
৮১. লৌকিকতা পরিহার করা	৬৫
৮২. মুসলিমদের মাঝে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি সংশোধন করে দেওয়া	৬৮
৮৩. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া	৬৮
৮৪. কুরআন তিলাওয়াত ও পরকালের সুপারিশকারীকে সঙ্গী বানানো	৬৯
৮৫. যথাযথভাবে দাওয়ার কাজের জন্য রুটিন তৈরি করা	৬৯
৮৬. আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর নেওয়া	৭০
৮৭. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে অপরকে উপদেশ প্রদান	৭০
৮৮. মন্দের মোকাবেলা ভালোর মাধ্যমে করা	৭০
৮৯. প্রত্যেক স্থানের লোকদের কল্যাণের জন্য কাজ করা	৭১
৯০. বিনয় ও নশ্রতা অবলম্বন	৭১
৯১. অপর মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করা	৭২
৯২. দুনিয়ার সময়কে গনিমত মনে করা	৭৩
৯৩. বেকারদের জন্য চাকরির তালাশ করা	৭৩
৯৪. দৃষ্টিকে অবনত রাখা	৭৪
৯৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বেশি বেশি সিজদা করা	৭৫

৯৬. ইমাম বা মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন	৭৫
৯৭. ফিতনা ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা	৭৬
৯৮. কারও উপকারার্থে সুপারিশ করা	৭৬
৯৯. নেক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা	৭৭
১০০. আল্লাহর শ্রিয় বান্দাদের প্রস্তুত করে দেওয়া	৭৭
১০১. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ও প্রতিদানের আশা করা	৭৮
১০২. অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও অপরের সম্পদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা	৭৯
১০৩. বৃদ্ধদের আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া	৮০
১০৪. মুসলিমদের সামনে হাসি মুখে উপস্থিত হওয়া	৮০
১০৫. হৃদয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে পরিতুষ্ট ও প্রশান্ত থাকা	৮১
১০৬. পাপিষ্ঠদের গুনাহর পবিত্র থেকে বের করে আনার প্রচেষ্টা	৮১
১০৭. কারও উপকার করে খোঁটা না দেওয়া	৮২
১০৮. অবসর সময়কে কাজে লাগানো	৮২
১০৯. অনর্থক কাজ পরিহার করা	৮৩
১১০. কষ্টের ব্যাপারে মানুষের নিকট কোনো অভিযোগ না করা	৮৩
১১১. জাকাতের মাল উপযুক্ত খাতে ব্যয় করা	৮৪
১১২. শাহাদাত লাভের তামান্না	৮৪
১১৩. প্রতিটি মৌসুমে মানুষদের কল্যাণের কাজে আস্থান	৮৫
১১৪. মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণে ভূমিকা রাখা	৮৬
১১৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ও তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা	৮৮
১১৬. প্রতিবেশীদের ফজরের নামাজের জন্য জাগিয়ে তোলা	৮৯
১১৭. স্বীনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া	৮৯

১১৮. পরস্পরের সম্প্রীতি অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকা	৯০
১১৯. আখিরাতের বিলাসিতার জন্য দুনিয়ার বিলাসিতা পরিহার করা	৯০
১২০. আল্লাহর ভয়ে নির্জনে অশ্রু প্রবাহিত করা	৯০
১২১. সংকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান	৯১
১২২. কৃত আমলের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া	৯২
১২৩. আল্লাহর ক্ষমার দিকে অগ্রসর হওয়া	৯৩
১২৪. বেশি বেশি ইসতিগফার পড়া	৯৩
১২৫. দরিদ্র ও মিসকিনদের সঙ্গ দেওয়া	৯৪
১২৬. দান-সদাকা করা ও নিজে অভুক্ত থেকে অন্যকে আহার করানো	৯৪
১২৭. নিজের সর্বোত্তম সম্পদ দান করা	৯৫
১২৮. হৃদয়ের স্বচ্ছতা	৯৬
১২৯. জান্নাতে নবিজির সাথি হবার আকাঙ্ক্ষা	৯৬
১৩০. কাফিরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা	৯৬
১৩১. দান-সদাকার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ	৯৮
১৩২. নিজেকে উত্তম সংশ্বে গড়ে তোলা	৯৯
১৩৩. মেহমানের জন্য উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা	৯৯
১৩৪. অপর মুসলিমের সাথে মুসাফাহা করা	৯৯
১৩৫. সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান ও জুমার জন্য তাড়াতাড়ি মসজিদে গমন	১০০
১৩৬. দুনিয়ার চলাফেরায় সব জায়গায় আখিরাতের স্মরণ রাখা	১০১
১৩৭. নেক আমল করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা	১০২
১৩৮. নিজে হজ করা ও অপরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	১০২

১৩৯. আদর্শ ব্যক্তিত্ব অর্জন	১০৩
১৪০. অধিক সন্তান লাভের ইচ্ছা রাখা এবং তাদের হৈলম শিক্ষা দেওয়া	১০৪
১৪১. সন্তানদের জ্ঞানভেদের নিয়ামত লাভের আমল শেখানো	১০৫
১৪২. নিয়মিত বারো রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নামাজ পড়া	১০৫
১৪৩. দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায় অবস্থান করা	১০৬
১৪৪. মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা	১০৭
১৪৫. কবর ও এর পরবর্তী ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ করা	১০৭
১৪৬. মুসলিমদের দেখে আনন্দিত হওয়া এবং তাদের জন্য দুআ করা	১০৮
১৪৭. সাথি ও বন্ধুবান্ধবদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা	১০৯
১৪৮. ইমানকে সব ধরনের অন্যায থেকে মুক্ত রাখা	১০৯
১৪৯. সর্বোত্তম সম্পদ পরকালের জন্য অগ্র্যে পাঠানো	১১০
১৫০. আলিমদের থেকে ফতওয়া জানা	১১০
১৫১. মানুষের কাছে অপরিচিত থাকতে পছন্দ করা	১১০
১৫২. মুসলিমদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা	১১১
১৫৩. ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অবকাশ দেওয়া	১১২
১৫৪. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো	১১৩
১৫৫. পুণ্যসমূহ আল্লাহর নিয়ামত	১১৩
১৫৬. বেশি বেশি নফল রোজা রাখা	১১৪
১৫৭. মুমিন ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া	১১৫
১৫৮. মজলিসের আদব রক্ষা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গ গ্রহণ করা	১১৬
১৫৯. নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয়	১১৬
১৬০. নিজেকে ছোট মনে করা	১১৭

১৬১. মানুষের মাঝে সর্বাধিক দরিদ্র ব্যক্তি	১১৭
১৬২. আল্লাহর অনুগ্রহের আশা এবং তঁার শক্তিকে ভয় করা	১১৮
১৬৩. কল্যাণের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা	১১৯
১৬৪. ইসলামের বিজয়ের ব্যাপারে আস্থা রাখা	১২০
১৬৫. নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে আল্লাহর নিকট দুআ করা	১২১
১৬৬. নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা	১২২
১৬৭. গভীর চিন্তাভাবনার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা	১২২
১৬৮. ঘরকে আল্লাহর আনুপত্য পালনের পবিত্ররূপে গড়ে তোলা	১২৩
১৬৯. আল্লাহর আনুগত্য ও তঁার ইবাদতকেই একমাত্র লক্ষ্য বানানো	১২৪
১৭০. রাতে নিজের বিছানা গুটিয়ে নেওয়া	১২৪
১৭১. অহংকার থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা	১২৫
১৭২. শক্তি ও সুস্থ থাকতেই ইবাদত করা	১২৫
১৭৩. পরকালের আমলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা	১২৬
১৭৪. নিজেকে নিয়ে পরিতুষ্ট না হওয়া	১২৬
১৭৫. নিজের আহ্বারের ব্যাপারে সতর্ক থাকা	১২৭
১৭৬. দুনিয়াবিমুখিতা অবলম্বন করা	১২৭
পরিশিষ্ট	১২৮

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

একজন মুসলিম আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। সন্তুষ্ট ইসলামকে বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাসুল হিসেবে পেয়ে। নিঃসন্দেহে এ মুসলিম তাঁর রবের নিকটবর্তী হতে সচেতন হবে। সচেতন হবে শরয়ি আমলগুলো যথাযথভাবে আদায় করতে, যেন সে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হতে পারে। প্রতিটি সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে সে আল্লাহর নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করবে। শরয়ি আমলগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে আরও এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে। তাই সে দুনিয়ায় যাপিত এ সময়ে, এ সবুজ শ্যামল জমিতে বর্ষণ করে কল্যাণের বারিধারা। আর আল্লাহ তা থেকে অঙ্কুরোদগম করেন।

পার্শ্বিক জীবন নিতান্ত অল্প সময়ের। এ যে কিছু দিন কিবা কিছু মুহূর্তের সমষ্টি। আসলে এপারের এ জীবন কিছু নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরই যোগফল। কিন্তু ফণিকের এ জীবনে সংক্ষিপ্ত এ সময়ে একজন মুসলিমকে তাঁর পাথের জোগাড় করে নিতে হয়। নিজেকে সিজ্ঞ করতে হয় কল্যাণের বারিধারায়। আর মহান আল্লাহ যখন তা কবুল করে নেন, তখনই বান্দার নেক প্রয়াস-কল্যাণের বারিধারা সোনালি ফসল ফলায়। আনুগত্যশীল বান্দা কল্যাণের এ বারিধারায় নিজেকে সিজ্ঞ করে আশা করতে পারে প্রতিদান লাভের, আকাঙ্ক্ষা করতে পারে মহাপুরস্কার—চিরশান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশের।

আল্লাহর কাছে কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি। কল্যাণের বীজগুলো যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপন্ন হতে থাকে। নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে সাওয়াব ও প্রতিদানের জলধারা। করুণাময় আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ায়, দান ও অনুগ্রহে তা যেন সিজ্ঞিত হয় জান্নাতের বাগিচায়।



কল্যাণের বারিধারা :

খ্রিয় ভাইদের সামনে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু হাদিস উল্লেখ করব। যেগুলো ইহকালীন-পরকালীন উভয় জীবনের সফলতার পথ-নির্দেশক হবে। যে এগুলো গ্রহণ করবে, সে এর পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল। যে আমলের মাধ্যমে এগুলোকে পূর্ণতা দান করবে অথবা এর নিকটবর্তী হবে-সে আপন আত্মার ওপরই অনুগ্রহ করল। আত্মাকে সে এমন নির্মল-স্বচ্ছ ঝর্ণা থেকে পান করালো-কোনো জঞ্জাল-আবর্জনাই যাকে ময়লাযুক্ত করতে পারবে না। নিজ জীবনকে সে এমনভাবে কাজে লাগাল, যা প্রভূত কল্যাণ ও উপকার বয়ে আনবে। কল্যাণের সে বারিধারা :

১. মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা :

কল্যাণপ্রত্যাশী কল্যাণের বারিধারায় নিজেকে সিক্ত করতে পারে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে। যেমন : দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়া মানুষটিকে শোনাতে পারে সান্ত্বনার বাণী। বিধবাদের কষ্ট লাঘবে, ইয়াতিমের প্রয়োজন পূরণে, বৃদ্ধ লোকের সাহায্যার্থে, হতাশায় মুগ্ধে পড়া যুবকের হতাশা দূর করতে—কল্যাণপ্রত্যাশী তাদের পাশে ছুটে যেতে পারে; তাদের প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এ ধরায় এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকদের সংখ্যা কম নয়।

বিপদাপদে কেবল ধৈর্য ও প্রতিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে অনেকের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। দুশ্চিন্তার বড় একটি অংশ এমনি দূর হয়ে যায়, যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের চিন্তা-পেরেশানির কথা এমন কোনো বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে পারে, যে তার কথা শোনে পূর্ণ মনোযোগ আর আত্মহের সাথে। বস্তৃত, অপর মুমিনের চিন্তা ও কষ্ট দূর করার দ্বারা কল্যাণপ্রত্যাশী নিজেকেই মুক্ত করে নিল তার সবচেয়ে কঠিন চিন্তা ও কষ্ট থেকে। হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাই সংবাদ দিয়েছেন,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

‘যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসের বিপদাপদ হতে তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন।’

২. উত্তম আয়োজনে অবদান রাখা :

কল্যাণপ্রত্যাশী কোনো সমাবেশ বা আনন্দানুষ্ঠানে যথাযথ অবদান রাখতে সচেষ্ট হয়। ভালো কাজের মাধ্যমে সে নিজ উপস্থিতি বা সেখানে অংশীদার হবার একটি নিদর্শন রাখে। কেবল উদরফূর্তি কিংবা চেহারা দেখানোর উদ্দেশ্যে কোথাও সে গমন করে না। বরং এমন ক্ষেত্রেই সে এগিয়ে আসে, যেখানে সাহায্য প্রয়োজন। যেখানে বিশৃঙ্খলা-অনিয়ম চোখে পড়ে, সেখানে সে শৃঙ্খলা আনয়নে নিজ প্রচেষ্টা ব্যয় করে। সচেষ্ট হয় ধারাবাহিকতা আনয়নে।^১

৩. নিঃস্বার্থভাবে অপরের উপকার করা :

কল্যাণের বারিধারায় সিন্ধু ব্যক্তি মানুষের উপকারে কাজ করে যায়, নিজে কে সে নিয়োজিত রাখে অপরের সেবা-সুশ্রাব্য। কিন্তু সে কারও কৃতজ্ঞতা পাবার অপেক্ষায় থাকে না। একনিষ্ঠতার দরজায় করাঘাত করে তাতে প্রবেশ করে। নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হয় তার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। তাই, কারও কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা পাবার আশায় সে লালায়িত থাকে না। আপত্তিও করে না যে, অন্য কেউ কেন এমনটি করছে না! সে নিজেই বরং প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কাজ করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়।

১. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৯

২. শরিয়তের খেলাফ কাজ হয় এমন কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন বা এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দ-উল্লাস করা মুমিনের জন্য বৈধ নয়। - অনুবাদক।

ইউসুফ বিন হুসাইন রহ. বলেন,

'দুনিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস হচ্ছে ইখলাস। অন্তর থেকে লৌকিকতা দূর করতে আমি কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রতিবারই তা আবির্ভূত হয় নতুন নতুন রঙে।'

৪. স্ত্রীর প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ :

কল্যাণের বারিধারায় সিজ্জ ব্যক্তি মহব্বত ও ভালোবাসার বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকে প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি। তার সাথে সে কোমল আচরণ করে। প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসায় তাকে সিজ্জ করে। স্ত্রী যেন ঘীনের ওপর অটল-অবিচল থাকে, এদিকে সে সবিশেষ লক্ষ রাখে। সে মনে করে—তার স্ত্রী তার কাছে সঞ্চিত এক আমানত। স্ত্রীর প্রতি তো কোমল আচরণ আর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই দেখাতে হবে, কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীর প্রতি সম্মান ও অনুগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ
تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ،

'শোনো, তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ নাও। কেননা, তারা তোমাদের নিকট বন্দীর মতো। এ ছাড়া তোমরা তাদের ওপর আর কোনো কর্তৃত্ব রাখো না।'^৩

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণে পরিবারের লোকদের সামনে সে নিজেকে পেশ করে উত্তম আচরণের সাথে।

৫. সন্তানদের উত্তমরূপে প্রতিপালন :

নিজের সন্তানদের সে উত্তমরূপে প্রতিপালন করে। সন্তানদের সে দুনিয়া ও আখিরাতের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ লাভের মাধ্যম হিসেবে দেখে। তাদের জন্য

৩. সুনানে তিরমিড্জি : ১১৬৩

কল্যাণকর পথ ও উত্তম সংশ্বেব কামনা করে। যখন এ সন্তানরা পরিভ্রম হব, সঠিক পথের ওপর অবিচল থাকবে; এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা প্রথমত তাদের উপকৃত করবেন, দ্বিতীয়ত তার পিতা-মাতা ও উম্মাহকে উপকৃত করবেন।

৬. আল্লাহর পথে আস্থান :

আল্লাহর পথে দাওয়াতের অঙ্গনে তার সুস্পষ্ট পদচারণা থাকে। সে তার বিচ্ছিন্ন ভাইদের অনুসন্ধান করে। তাদের ব্যাপারে ধ্বংস ও অধঃপতনের ভয় করে তাদের সে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে থাকে। এই অবস্থায় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা কী হতে পারে, এ ব্যাপারে সে অবগত থাকে।

একদা আবু দারদা রা. জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, যে একটি গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল। এ কারণে লোকজন তাকে গালি-গালাজ করছিল। এ দেখে তিনি বললেন,

‘তোমরা যদি তাকে একটি গর্তে নিপতিত দেখতে পেতে, তবে কি তাকে বের করে আনতে না?’ তারা বলল, ‘অবশ্যই।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে তোমাদের এ ভাইকে তোমরা গালি দিও না। তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করো, যিনি তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত রেখেছেন।’ তারা বলল, ‘আমরা কি তাকে ঘৃণা করব না?’ তিনি বললেন, ‘তোমরা তার কাজকে ঘৃণা করো। যখন সে পাপকাজ ছেড়ে দেবে, তখন তুমি সে আমাদের ভাই।’

৭. আপন কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ :

সে বিশ্বাস করে, আত্মসমালোচনা, নিজের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া ও জীবনের পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে দেখা হিদায়াত ও মুজিলাভেরই উপায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী সে, যে নিজেকে চিনতে সক্ষম হয়েছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করেছে। বিচক্ষণ সে, যে নিজেকে অটল রেখেছে কল্যাণের পথে; নিজের কাজকর্মকে সিলগালা করে দিয়েছে শরিয়তের মহর দিয়ে।

সে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ওপর আমল করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكَنتُمْ تُفْسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِعَدِّ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কী পুণ্য অগ্রিম পাঠিয়েছে।'^৪

ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের তাফসিরে বলেন,

'হিসাব গ্রহণের আগেই তোমরা নিজেদের হিসাব করে নাও এবং দেখে নাও যে, তোমরা তোমাদের পুনরুত্থান ও রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসের জন্য কী জমা করেছ?'

কল্যাণপ্রত্যাশী নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে। পুনঃনিরীক্ষণ করে নিজের কর্ম আর প্রচেষ্টাগুলো। যেন তার জীবন চলার পথ সঠিক হয়। পুণ্য লাভের আমলগুলো বৃদ্ধি পায়। কেননা, আজ আমলের দিন, হিসাবের নয়; কিন্তু আগামীকাল হবে হিসাবের দিন, আমলের নয়।

৮. কুরআন শেখানো ও কুরআন শিক্ষায় অর্থ ব্যয় :

কুরআনের ভালোবাসায় কল্যাণপ্রত্যাশী কুরআন হিফজের মজলিস পরিচালনা করে। কুরআন নিয়ে মেহনত চলে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহে সে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। নিজেদের সন্তানদের এরূপ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের সে উৎসাহিত করে। ছাত্রদের অবিচলতা ধরে রাখতে তাদের নিয়ে আয়োজন করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। নিজের সম্পদ ব্যয় করে ছাত্রদের হাতে সে হাদিয়া ও পুরস্কার তুলে দেয়।

৪. সূরা হাশ্ব : ১৮

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

'কুরআন শিক্ষা দেওয়া, কুরআন শিক্ষা ও পাঠে নিজের জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা সর্বোত্তম আমল।

৯. আল্লাহর জিকিরে জিহ্বাকে সতেজ রাখা :

তার জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে। এমনকি জিকির তার আহ্বারে পরিণত হয়। আপনি কি দেখেন না, নির্লজ্জ-বেহায়া কবি-শিল্পীরা কিভাবে সারাক্ষণ মন্দ বুলি মুখে আওড়াতে থাকে? আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। হে কল্যাণপ্রত্যাশী, আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির জিকিরে আপনার জিহ্বাকে সর্বদা সতেজ রাখুন। আল্লাহর বড়ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَبْعَ : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لَا يَطْرُقُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَتْ

'আল্লাহ তাআলার কাছে চারটি বাক্য সবচেয়ে প্রিয়—সুবহানালাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। তুমি যেটা দিয়েই শুরু করো, কোনো অসুবিধে নেই।'

১০. প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা :

কল্যাণপ্রত্যাশী জানে, দেখাশোনা ও দয়া-অনুগ্রহ পাবার অধিক হকদার তার প্রতিবেশী। তাই দিনে সর্বনিম্ন পাঁচবার সে তাদের খোঁজখবর নেয়। আর এ খোঁজখবর নেওয়ার সময়টি হলো নামাজের সময়। সে আত্মীয়-স্বজন ও ভাইবোনদের চেয়েও প্রতিবেশীর বেশি খোঁজখবর রাখে। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

৫. সহিহ মুসলিম : ২১৩৭